ধূমপানমুক্ত পরিবেশ স্বাস্থ্য ব্যয় কমায়

অধূমপায়ীদের জীবন রক্ষায় সহায়তা করে ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়ে তোলে

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গঠনে করণীয় বিষয়ক

গাইডলাইন

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

ধূমপান নিবারণের অভ্যাস,
গড়ে তুলবে ধূমপান মুক্ত পরিবেশ

ধূমপানমুক্ত করণীয় বিষয়ক গাইডলাইন

প্রকাশকাল
১ মার্চ ২০১৩

মূদ্রণ সহযোগিতায়
ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্
ও
সি এস এফ আর আর ডি
(এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি
ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-ডিসি
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-পিইউপি
বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-বিসিডিপি)

মূদ্রণ
দি মডার্ণ প্রেস
রাণীবাজার, রাজশাহী।

প্রকাশনায়
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

১.০. ভূমিকা

২.০. প্রেক্ষাপট

৩.০. গাইডলাইনের লক্ষ্য

৪.০.সংজ্ঞা

৫.০.গাইডলাইন আওতাভূক্ত এলাকা

৬.০. সামগ্রিক কর্মসূচী

৭.০. আইন প্রয়োগে পদক্ষেপ-মূল কৌশল

৮.০. আইনপ্রয়োগ প্রক্রিয়া

৯.০. আইন প্রয়োগে পার্টনারশীপ

১০.০. গাইডলাইন কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অভিযোগ

১১.০. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও রিভিউ

১২.০. পরিশিষ্ট

১.০. ভূমিকা

২০০৫ সালের ২৬ মার্চ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ কার্যকর হয়। উক্ত আইনের ধারা ৪ অনুসারে পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ কে কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে যা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদেরকে পরোক্ষ ধূমপান থেকে রক্ষা করবে। এই প্রস্তাবিত গাইডলাইনটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কার্যকর হবে। গাইড লাইনটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট নোটিশ দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে সেই তারিখে কার্যকর হবে।

২.০ প্রেক্ষাপট

১৫ কোটি ৯০ লক্ষ জনসংখ্যার এই দেশটি মূলত: ৭টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। বিভাগসমূহ হল ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর। ৬৪ টি জেলা ও ৪৭৭ টি উপজেলা নিয়ে গঠিত দেশটি মূলত: কৃষি প্রধান। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে কাজ করে। নগর জীবনের সবচেয়ে তৃণমূলের স্তর হলো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন আর গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ।

২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে ২০০৩ সালের ১৬ জুন এই চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালের ১০ মে এফসিটিসি অনুস্বাক্ষর করে। এই এফসিটিসি'র মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বব্যাপী তামাক ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কল্পে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং এ আইনের আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ প্রণয়ন করে। দীর্ঘ মেয়াদী ও সমন্বিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণে কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৭-২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জাতীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠনসহ তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র পরিচালনাধীন গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-গ্যাটস ২০০৯ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৪৩.৩% (৪ কোটি ১৩ লক্ষ) জনগণ তামাকজাত পণ্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে যার মধ্যে ৫৮% পুরুষ এবং ২৮.৭% নারী। এর মধ্যে ধূমপান করে ২৩% মানুষ। বাংলাদেশে মোট ধূমপায়ীর সংখ্যা ২ কোটি ১৯ লক্ষ। প্রতক্ষ্য ধূমপায়ীদের সাথে সাথে পরোক্ষ ধূমপায়ীর মাত্রাও এ অঞ্চলে প্রকট।

এক নজরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

আয়তন	৯৭.১৮ বর্গ কি.মি.
ওয়ার্ড	৩০ টি, মহল্লা ১৩৪ টি, হোল্ডিং ৪৭,০০০
জনসংখ্যা	৮৫১৬৬৯
থানা	৪ টি (বোয়ালিয়া, শাহমখদুম, রাজপাড়া, মতিহার)
পাবলিক পরিবহন	রিক্সা, ব্যাটারী চালিত রিক্সা, টমটম
বাজার	১৩ টি কাঁচা, সাধারণ ৬ টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৪ টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৩ টি, নিম্ন মাধ্যমিক সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়-১ টি, কিন্ডার গার্টেন-৭২ টি, রাসিকের এস বি কে এন্ড প্রি স্কুল ৪২ টি, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল- ৩ টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৪৩ টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩ টি, স্কুল এন্ড কলেজ-৮ টি, কলেজ-২১ টি, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও ইন্সটিটিউট- ৩ টি, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র -২৩ টি, মাদ্রাসা (ফাজিল ও দাখিল)-৭ টি, মাদ্রাসা (ইবতেদায়ি)-৯ টি, বিশ্ববিদ্যালয়-১০ টি, প্রতিবন্ধী স্কুল- ৫টি, সঙ্গীত ও নাট্য স্কুল , চারু ও কারুকলা -৪৩ টি **মোট = ৩৯০ টি**
পাবলিক লাইব্রেরী	১৯ টি
ক্রীড়াঙ্গন	৮ টি, খেলার মাঠ ৪১ টি
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	রাজশাহী সিটি হাসপাতাল-১ টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র-১৫ টি (বিভিন্ন ওর্য়াডে), হাসপাতাল-২৬ টি, স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২৯ টি, ক্লিনিক- ৩২ টি, মাতৃসদন-১৩ টি **মোট = ১১৬ টি**
রেস্টুরেন্ট	খাবার হোটেল ১৪৮ টি, চাইনিজ রেস্তোরা ৭ টি, ফাষ্ট ফুড-৭ টি,
গণশৌচাগার	২৭ টি
স্টেশন/টার্মিনাল	রেলওয়ে স্টেশন ৩ টি, বাস/ট্রাক টার্মিনাল-৩ টি, যাত্রী ছাউনি-১৬ টি,
শহীদ স্মৃতি সৌধ	২০ টি
ফেরীঘাট	২ টি
বিনোদন ও সংস্কৃতি কেন্দ্র	মিউজিয়াম ১ টি, কমিউনিটি সেন্টার-১৫ টি, চিড়িয়াখানা-১ টি, ভুবনমোহন পার্ক-১ টি, জিয়া পার্ক-১ টি, মুক্ত মঞ্চ- ১ টি, সিনেমা হল-১ টি (উপহার সিনেমা হল)
আবাসন	আবাসিক হোটেল ৫৪ টি, মোটেল-১ টি, সার্কিট হাউজ-১ টি, রেস্ট হাউজ-৬ টি
কর্মক্ষেত্র	সরকারী অফিস ৩৩৭ টি, জেলখানা-১ টি, ফায়ার সার্ভিস-২ টি, বেতার কেন্দ্র-১ টি, টেলিভিশণ সম্প্রচার কেন্দ্র-১ টি, ক্যান্টনমেন্ট-১ টি, পুলিশ লাইন-২ টি, বিজিবি সেক্টর/ব্যাটালিয়ন-১ টি

২.১. স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি

বাংলাদেশে প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধী এবং অকাল মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে ধূমপান। এটি এখন স্বীকৃত যে, ধূমপান ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী (যিনি পরোক্ষ ধুমপানের শিকার) উভয়েরই জন্য ক্ষতিকর। এদের উভয়েরই ষ্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাকসহ অন্যান্য হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষা, কণ্ঠনালী এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ, হাঁপানী, নারীদের সন্তান জন্মদানে জটিলতা, শিশুদের কানে কম শোনা, চর্মরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই রোগব্যাধী গুরুতর অসুস্থ্যতা, পঙ্গুত্ব ও অকাল মৃত্যুর কারণ।

গ্যাটস ২০০৯ এর রিপোর্ট অনুসারে ৪৫% মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হয় বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষেত্র এবং পাবলিক প্লেসে ধূমপান প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই গাইডলাইন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আওতাভূক্ত এলাকায় বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের মাত্রা হ্রাস করে পরোক্ষ ধূমপায়ীদের ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করবে এবং মৃত্যুর হার কমাতে ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

২.২. গাইডলাইনের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক ও ধূমপানকে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মারাত্বক ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন করলেও এর সুফল এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়নি। আইনের সুফল মূলত: নির্ভর করে আইনের যথাযথ ও সুষ্ঠ প্রয়োগের উপর, যা ধূমপান ও তামাক ব্যবহারের মাত্রা কমিয়ে পরোক্ষ ধূমপানের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করবে। যে কোন কর্মক্ষেত্রে, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসকে ধূমপানমুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা জরুরি যার মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে ১০০ ভাগ ধূমপানমুক্ত করবে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় পর্যায়ে ধূমপানমুক্ত গাইড লাইন প্রণয়ন এবং অনুমোদনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যা স্থানীয় সরকার কর্মক্ষেত্রে এবং পাবলিক প্লেসে কিভাবে ধূমপান মুক্ত বিষয় নিয়ে কাজ করবে তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিরূপন করবে। এক্ষেত্রে গাইড লাইনটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ এর আওতাধীন সকল কর্মক্ষেত্র, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসের কর্তৃপক্ষকে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এবং ধূমপান মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

২.৩. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বাধ্যবাধকতা

স্থানীয় সরকার অর্ডিনেন্স অনুযায়ী স্থানীয় সরকার এর দায়িত্ব ও ক্ষমতার পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের একটি আইনগত দায়িত্ব হল: সকল কর্মী, সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসী এবং সকলের জন্য এমন এক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে করে সকলে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে পারে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হলো এটি নিশ্চিত করা যে স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা অবশ্যই অন্যদের জন্য সুস্থ্য ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত।

৩.০ গাইডলাইনের লক্ষ্য

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রনীত এ গাইড লাইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে

ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

খ) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন, কর্মক্ষেত্র, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রেষ্টুরেন্ট'র মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমুহে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) ধূমপানের ধোঁয়া হতে রক্ষা

গ) ধূমপানমুক্ত স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপায়ীর মাত্র হ্রাস এবং ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী করা।

ঘ) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শেণী পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা

৪.০ সংজ্ঞা:

৪.১ কর্মক্ষেত্র

প্রতিটি কর্মক্ষেত্রের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরীণ সকল ক্ষেত্রের জন্য এই গাইডলাইনটি প্রযোজ্য।

অর্থাৎ মালিকপক্ষের তার কর্মীদের প্রতি কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। মালিকপক্ষ তার কর্মীদেরকে ধূমপানের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে। যেহেতু কর্মক্ষেত্রে ধূমপায়ীদের দ্বারা অধূমপায়ীদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত; তাই কর্মজীবীদেরকে, ধূমপানের শারীরিক সমস্যার মধ্যে রাখা আইনত: অনুচিত।
গাইড লাইনে কর্মক্ষেত্রের সংজ্ঞার মধ্যে সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আন্তর্জাতিক বা দাতা সংস্থার প্রতিষ্ঠান সমুহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৪.২ পাবলিক প্লেস

পাবলিক প্লেস শব্দটির অর্থ জাতীয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ধারা ২ এর "চ" অনুসারে নির্ধারিত সকল স্থান।

পাবলিক প্লেস: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ (সিনেমা হল), থিয়েটার হল, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিপণী ভবন, পাবলিক টয়লেট, সরকারি বা বেসরকারিভাবে পরিচালনাধীন শিশু পার্ক, সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।

এছাড়া রেষ্টুরেন্ট, হোটেল, অন্যান্য পার্ক, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানস্থল, সকল কাঁচা-পাকা হাট-বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, ডাক্তারের চেম্বার, ফার্মেসী, খেলার মাঠ, পাবলিক লাইব্রেরী, অনাচ্ছাদিত মার্কেট, বাস স্টপেজ, যাত্রী ছাউনী, বাস কাউন্টার এ গাইডলাইনের আওতাভূক্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ, পৌরসভা এলাকায় সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত সকল স্থান সমূহ এবং সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য্য স্থান সমূহ পাবলিক প্লেসের আওতাভূক্ত।

হোটেল এবং রেষ্টুরেন্ট

গাইডলাইন হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য ব্যবসা সমূহে প্রয়োগ করা হবে যেন ধূমপানমুক্ত পরিবেশে কর্মচারী, ক্রেতা এবং অন্যান্যরা সহজ সাবলীল ভাবে কাজ করতে পারে।

উন্মুক্ত খেলার মাঠ এবং ক্রীড়া কেন্দ্র

এই গাইডলাইনটি বিনোদন পার্ক, বহিঃ ক্রীড়াঙ্গন (খেলার মাঠ) এবং স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকল ক্রীড়া কার্যক্রম এবং ক্রীড়াস্থল ধূমপানমুক্ত থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এ গাইডলাইন অনুসারে সবধরনের (পাবলিক এবং প্রাইভেট) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারী স্কুল, কেজি স্কুল, হাই স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) মূল ভবন সহ খেলার মাঠ, করিডোর, টয়লেট, হোষ্টেল (প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে) সকল স্থান আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনে আরো বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে এবং যথাযথভাবে এর তদারকি করতে হবে।
যেহেতু পরিবার এই গাইডলাইন এর আওতাভূক্ত নয় সেহেতু বাড়িতে শিশু ও অন্যান্য সদস্য যারা অধূমপায়ী তাদেরকে সুরক্ষার জন্য বাড়িকে ধূমপানমুক্ত করতে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকের নূন্যতম ১০০ গজের মধ্যে কোন রকম ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য বিক্রয় ও বিপণন নিষিদ্ধ। প্রয়োজনে যে সকল এলাকায় অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সকল রাস্তাকে ধূমপানমুক্ত এলাকার অধীনে আনা যাবে।

স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
এই গাইডলাইন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অধীনে সব স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে। যেমন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স, কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টার, ক্লিনিক, ডাক্তারের চেম্বার এবং ফার্মেসীতে হাসপাতালের কর্মচারী, ভিজিটর এবং রোগী, ডাক্তার, নার্স সকলের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ। এটি নিশ্চিত ও পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন যে বহিঃ ও অন্তঃ বিভাগে সকল রোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানমুক্ত।

৪.৩ পাবলিক পরিবহণ
যানবাহনে ধূমপান যাত্রীদের জন্য বিশেষ করে শিশুদের জন্য ক্ষতিকর। এই নীতিমালা শহরের মধ্যে এবং শহরের বাইরে যানবাহন বাসে ধূমপানের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করবে। এই নীতিমালা সেইসব যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য যেখানে একের অধিক যাত্রী একই সময়ে অবস্থান করে। এটি সকল ধরনের (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
এ গাইডলাইনে পাবলিক পরিবহন শব্দটির অর্থ আইনের ধারা ২ (ছ) এ বর্ণিত সংজ্ঞা। যেমনঃ মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজ, ভুটভুটি, অটোরিক্সা, টেম্পু সহ সকল প্রকার যান্ত্রিক জন-যানবাহন এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান। এছাড়া অযান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন সমুহকেও এ গাইডলাইনের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। যথাঃ রিক্সা, নৌকা, গরুর গাড়ী ইত্যাদি।

৪.৪ ধূমপান
'ধূমপান' অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৪.৫ ধূমপায়ী
"ধূমপায়ী" অর্থ একজন ব্যক্তি যিনি ধূমপান করেন।

৪.৬ ধূমপানমুক্ত
'ধূমপানমুক্ত' শব্দের অর্থ হল গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারিত স্থানে ধূমপান না করা। নির্দিষ্টকৃত কর্মক্ষেত্র (ভেতর ও বাহির) এবং পাবলিক প্লেস এর কোন জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ। এটি পাবলিক পরিবহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৪.৭ পরোক্ষ ধূমপায়ী: একজন ধূমপায়ীর ধূমপানের ফলে একজন অধূমপায়ী সমপরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়ে থাকেন। প্রত্যক্ষ ধূমপানের মতনই পরোক্ষ ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ ও স্ট্রোক, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, অন্যান্য ক্যান্সার এবং সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত সমস্যা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে কানের ইনফেকশন, এ্যাজমা, ফুসফুসের ইনফেকশন, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি জটিল রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পরোক্ষ ধূমপানের হাত থেকে অধূমপায়ী ও পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে পাবলিক প্লেস ও পাবিলিক পরিবহনে ধূমপান থেকে বিরত থাকা জরুরী।

৫.০ গাইডলাইন আওতাভূক্ত এলাকা
ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত করার প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। এই আইনকে বিবেচনায় রেখে এ গাইডলাইন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ৩০টি ওয়ার্ডে গাইডলাইন ধারা ৪.১, ৪.২ এবং ৪.৩ এ বর্ণিত পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক পরিবহনের জন্য প্রযোজ্য।

৬.০ সামগ্রিক কর্মসূচি

প্রাথমিক ভাবে এই গাইডলাইনটি প্রয়োগের পূর্বে এবং পরে যথেষ্ট তথ্য, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান এর উদ্যোগ নিতে হবে।

গাইডলাইনটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এটি অমান্য বা লঙ্ঘন করে বা অসহযোগি মনোভাব প্রর্দশন করে সেক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিটি আইনানুগ পদক্ষেপ যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত হতে হবে। যেহেতু আইন প্রয়োগ প্রচারের কাজে এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে সাহায্য করে তাই আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাইডলাইনটি প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করবে। তাকে অবশ্যই প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হতে হবে।

৬.১ বাস্তবায়ন নীতিমালা-

ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই গাইডলাইনটি সকল সরকারি বিভাগ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করছে।

- এ গাইড লাইনটি সকলের কাছে সহজলভ্য হতে হবে। যেমন: দৃশ্যমান এলাকায় প্রদর্শন, স্থানীয় সরকারের ওয়েব সাইটে প্রকাশ, প্রিন্ট কপি, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন
- সচেতনতা মূলক কার্যক্রম (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে আলোচনা, মসজিদের ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা, কাউন্সিলরদের মাধ্যমে সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক ইত্যাদি)
- ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রদান (যে কোন ধরনের লাইসেন্স, ট্যাক্স বা অর্থ আদায়ের রশিদে ধূমপানের কুফল সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা এবং রিক্সার নাম্বর প্লেট, বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার ও ভ্যানে বোর্ড লাগানো যেতে পারে)
- এ্যাডভোকেসী সভা (গাইড লাইনটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এ্যাডভোকেসী সভা)
- গাইড লাইন বাস্তবায়নে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সকল সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস, ব্যক্তিকে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে
- সংবিধান, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০৫ এবং স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী স্থানীয় সরকার তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে
- ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই স্বচ্ছতা, সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সকলকে অবহিত করণের মাধ্যমে কার্যকর ও সময়নিষ্ঠ অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে

৬.২ পরিদর্শণ-

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে বা কারো অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে-

ক) স্ব-উদ্যোগ পরিদর্শন

স্ব-উদ্যোগ পরিদর্শনের লক্ষ্য হল সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও কর্মক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে পরামর্শ প্রদান। প্রয়োজনে একটি সাধারণ ও নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী তথ্য পরামর্শ প্রদান করা হবে।

স্ব-উদ্যোগ পরিদর্শন যেহেতু একটি পূর্ব ঘোষিত রুটিন মাফিক পরিদর্শন সেহেতু পরিদর্শনকৃত এলাকায় আইনের বাস্তবায়ন অনেকক্ষেত্রে পরিমাপ করা নাও যেতে পারে।

যে সকল ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগ পরিদর্শন হয়ে থাকে-

- যে সকল স্থানে ধূমপান হয় এরকম এলাকায় পূর্ব ধারণার প্রেক্ষিতে
- যে সকল ক্ষেত্রে জনগণ ধূমপানের আইন সম্পর্কে অবহিত নয়
- যে সকল স্থানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন বাস্তবায়নে অনাগ্রহ বা বিরোধিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

খ) অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন

ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন লঙ্ঘিত হয়েছে এরকম অভিযোগের ভিত্তিতেও পরিদর্শন করা হবে। এ ধরনের অভিযোগ সাধারণত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিনিধি বা কোন আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি কিংবা কোন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট হতে বা যে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আসতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিদর্শনের সংখ্যা বা মাত্রা নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করবে-

- গৃহীত অভিযোগ
- অভিযোগের প্রেক্ষাপট
- অভিযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া
- ব্যবস্থাপনার উপর আত্মবিশ্বাস

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাদের অন্যান্য বিষয়ে যেমন: খাদ্য পরিদর্শন, স্বাস্থ্য পরিদর্শন কালে একসাথে ধূমপান বিষয়ক পরিদর্শন করতে পারেন।

৭.০ আইন প্রয়োগে পদক্ষেপ-মূল কৌশল:

৭.১ সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদান

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ পালনের লক্ষ্যে প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন এবং কর্মক্ষেত্রে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ধারা ৬ অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত এলাকায় সর্তকতা নোটিশ বা 'ধুমপান থেকে বিরত থাকুন' লেখা সাইন প্রদর্শন করতে হবে। ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ ধারা ৬ অনুসারে সতর্কতামূলক নোটিশের সাদা জমিনে লাল অক্ষরে বা কালো জমিনে হলুদ অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ লিখতে হবে। এর মাধ্যমে সকল জনগণ জানতে পারবে যে, উক্ত স্থানটি ধূমপানমুক্ত। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ধারা ৬ অনুসারে এটি নির্ধারিত যে পাবলিক পরিবহনে একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে সর্তকতামূলক নোটিশ, ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনসহ প্রদর্শন করতে হবে।

ক) পাবলিক প্লেস এ 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' সাইন প্রদর্শন

পাবলিক প্লেসে ধূমপানমূক্ত স্থানের প্রবেশ মুখে দৃশ্যমান স্থানে 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' সাইন প্রদর্শন করতে হবে যাতে সকলে প্রবেশের সময় বুঝতে পারে এটি ধূমপানমুক্ত এলাকা। যদি কোন স্থানে একাধিক প্রবেশপথ থাকে যা কর্মী, পরিদর্শনকারী বা অন্য কোন জনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় তবে সকল প্রবেশপথে 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' সাইনএজ লাগাতে হবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর ধারা ৬ অনুসারে-

প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হলে উক্ত স্থানে নিম্নবর্ণিত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যথা:-

ক) ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে ধূমপানমুক্ত এলাকায় 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তি যোগ্য অপরাধ' মর্মে সর্তকতামূলক নোটিশ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ, দৃষ্টিযোগ্য স্থানে বাংলা এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজিতে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে;

খ) পাবলিক প্লেসে সর্তকতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হবে ৬০ সে:মি: X ৩০ সে:মি:;

গ) পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথের এক পাশে উক্ত সতর্কবাণী আটকে বা সেঁটে স্থাপন করতে হবে এবং অভ্যন্তরে একাধিক স্থানে এমনভাবে সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে যাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়;

খ) যানবাহনে 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' সাইন লাগানো

আইনের আওতায় পরে এমন সকল যানবাহনে 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' সাইন লাগাতে হবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর ধারা ৬ ও গাইড লাইনের ৪.৩ অনুসারে পাবলিক পরিবহনের একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে উল্লিখিত সতর্কতামূলক নোটিশ, ধুমপানমুক্ত সাইন স্থাপনসহ, প্রর্দশন করতে হবে।

যে কোন যানবাহনে আচ্ছাদিত সকল কক্ষে (সম্পূর্ণ বা আংশিক) দৃশ্যমান স্থানে 'ধূমপান থেকে বিরত থাকুন' সাইন প্রদর্শন করতে হবে, এমনকি চালকের কক্ষেও।

৭.২ হট নম্বর/ হেল্পলাইন স্থাপন

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন বা গাইডলাইন ভঙ্গের অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একটি টেলিফোন হট নম্বর/হেল্পলাইন স্থাপন করবে। যে নম্বরে ফোন করে গাইড লাইনটি ভঙ্গ হয়েছে কিনা এবং ধুমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যে কোন তথ্য পাওয়া যাবে। যা সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করবে।

৭.৩ ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা

যে সকল ব্যক্তি ধূমপান ত্যাগে আগ্রহী রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। একটি স্থানীয় ধূমপানমুক্ত করণ কেন্দ্র থেকে ধূমপান বন্ধ করার ক্ষেত্রে ধূমপায়ীকে তথ্য প্রদান করবে। প্রয়জন সাপেক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ১টি হেল্প লাইন (ক্যুইট লাইন) স্থাপন করবে। উক্ত হেল্প লাইন যথাযথ পরামর্শ ও ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭.৪ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ

আইনের প্রয়োগের জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত সম্পদ অর্থাৎ জনবলের প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করবেন যিনি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহণ এবং কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনে এবং আইন ভঙ্গের বিষয়টি দেখবে।

৭.৫ মোবাইল কোর্ট চালু করা

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন প্রচলিত অন্যান্য আইন বাস্তবায়নের ন্যায় ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে। এর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ অনুসারে নিয়মিতভাবে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট তাৎক্ষনিকভাবে আইন ভঙ্গের বিচার কার্য সম্পাদন, শাস্তি প্রদান এবং আইন প্রতিপালনে সহায়তা দেবে।

৭.৬ লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার আইন প্রয়োগে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে-

- **মৌখিক সতর্কতা:** ধূমপানমুক্ত এলাকায় কাউকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে না পারলে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাধারণ মৌখিক সতর্কতা প্রদান করা।

- **লিখিত সতর্কতা:** অনেক ক্ষেত্রে লিখিত সতর্কতা দেয়া যেতে পারে।

গাইডলাইনের মূলনীতি অনুযায়ী সকল ধরনের আইন প্রয়োগ স্বচ্ছ ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

৭.৭ শাস্তি

- ধূমপান করা যাবে না এমন স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইন বা সর্তকতা নোটিশ প্রদর্শন না করলে

সেই পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও কর্মক্ষেত্রের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোন ব্যক্তি ধূমপান করলে সে ক্ষেত্রে সর্তকতা নোটিশ বা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ধূমপানমুক্ত এলাকায় কেউ ধূমপান করলে উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭.৮ জনগণকে তথ্য ও শিক্ষা প্রদান

১০০% আইন প্রয়োগের পূর্বে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, প্রচারণা এবং উদ্দীপনা মূলক কর্মসূচি হাতে নেয়া যাতে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে গাইডলাইনটি জনপ্রিয়তা পায়।

৭.৯ অন্যান্য কৌশল

◆ চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে 'অধূমপায়ী' কে বিশেষ গুনাবলী বিবেচনায় রাখতে চাকরিদাতাদের উৎসাহিত করা
◆ যে ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গঠনে অবদান রাখছেন তাদের পুরস্কার প্রদান
◆ বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস পালন
◆ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ সকল নির্বাচনে অধূমপায়ী মনোনয়ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া ও উৎসাহিত করা
◆ সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা
◆ তামাক কোম্পানীর শক্তিশালী মিডিয়া প্রচারণা ও বিভ্রান্তিমুলক তথ্য প্রদানকে প্রতিহত করতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা

৮.০ আইনপ্রয়োগ প্রক্রিয়া

যেখানে যথেষ্ট পরিমানে তথ্য, পরামর্শ, লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান করার পরও আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আইন প্রয়োগ যথার্থ। সেক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.১ শাস্তি

ক) ধূমপানমুক্ত এলাকায় কেউ ধূমপান করলে আইনানুগ জরিমানা করতে হবে
খ) ধূমপানমুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে
- ধূমপানমুক্ত সাইন বা সর্তকতা নোটিশ প্রদর্শন না করলে ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ১০০ টাকা জরিমানা করতে হবে
- কোন ধূমপায়ীকে ধূমপান করা থেকে বিরত রাখতে না পারলে ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১০০ টাকা জরিমানা করতে হবে

৮.২ নির্দিষ্ট শাস্তির নোটিশ

নির্দিষ্ট শাস্তির নোটিশ হল এমন একটি নোটিশ যার মাধ্যমে একজন আইনভঙ্গকারী তার আইনভঙ্গের বিষয়টি অর্থ প্রদানের প্রেক্ষিতে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে নোটিশটি যথাযথ আইন অমান্যকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত স্থানে শাস্তির নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে বিশেষ কারণে তাৎক্ষনিকভাবে নোটিশ প্রদান করা না হলে যেমন যেখানে কর্মকর্তার নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা রয়েছে সেক্ষেত্রে পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাকে নোটিশ প্রদান করতে হবে।
আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগ এড়াতে যথাযথ সময়ের মধ্যে এবং যদি দেরি হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদান করতে হবে। নির্দিষ্ট শাস্তির নোটিশ কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রে প্রদান করা হবে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ প্রমানাদি রয়েছে। যদি কোন নোটিশের প্রেক্ষিতে জরিমানা আদায় না হয় সেক্ষেত্রে ফলো-আপ করা হবে।

৮.৩. বিচারকার্য

বিচারকার্যের মূল উদ্দেশ্য হলো আইন ভঙ্গকারীকে তার ভুল ধরনা ও পূনরায় ভুল সংগঠিত করা থেকে প্রতিহত করা এবং একই আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করা। বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা জরুরী। সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান বা অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে বিচার কার্য করা যাবে না। এক্ষেত্রে বিচারকার্য এর সিদ্ধান্ত স্থানীয় প্রশাসনের আইনজীবীর মাধ্যমে হতে হবে।

আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে বিচারকার্য মূলতঃ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিচারকার্য সম্পাদন করা যেতে পারে

- যে সকল স্থানে সাংঘতিক ভাবে আইন ভঙ্গ হয়
- লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের পরও যদি তা মানা না হয়
- যে সকল স্থানে একই ক্ষেত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বারবার আইন ভঙ্গ হওয়ার ইতিহাস রয়েছে বা নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে আইন এর ভঙ্গ যা ব্যবস্থাপনার বড় ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন কালে কোন বড় ধরনের বাধা বা আক্রমন হলে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন ধরনের ধৃষ্টতামূলক বা ঔদ্ধত্যমূলকভাবে তার কর্মক্ষেত্রে বে-আইনী কোন সুযোগ গ্রহণ করলে

৮.৪ শিশু বা কমবয়সীদের ক্ষেত্রে করণীয়-

১৮ বছরের নিচে সকলের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় শাস্তি শিথিলযোগ্য। এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যা নিম্নরূপ

- স্কুল ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান
- শাস্তি ব্যতিত সতর্কতা মূলক নোটিশ প্রদান
- মৌখিক সর্তকতা প্রদান
- অভিভাবকে চিঠি প্রদান
- কর্মজীবী ও পথ শিশুদের জন্য কাউন্সিলিং প্রদান
- শিশুদের জন্য কাজ করে এমন সংগঠনসমূহকে যুক্ত করা
- ১৮ বছরের নিচে শিশুদের কাছে সিগারেট বিক্রয় না করা এবং তার দ্বারা বিক্রি না করতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা

৯.০ আইন প্রয়োগে পার্টনারশীপ

৯.১ পাবলিক কর্তৃপক্ষ

গাইডলাইনের কার্যকর প্রয়োগের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনের এর সহযোগিতা গ্রহণ করবে-

- পুলিশ প্রশাসন
- স্থানীয় জেলা প্রশাসন

এছাড়া রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন পাবলিক সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের সহযোগিতা গ্রহণ করবে যেমন- সরকার ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সকল কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন

৯.২. প্রাইভেট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান

অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করে। তারা স্বেচ্ছায় অথবা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের চাপের কারনে আইন বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে সফল আইন প্রয়োগের

লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে পারে। এছাড়া গণমাধ্যমের কাছ থেকেও সহাযোগিতা নিতে পারে।

১০.০ গাইডলাইন কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অভিযোগ

◆ গাইডলাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ যদি এই মর্মে অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রদান করে যে, গাইডলাইনটি যে প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তা সঠিক বা কার্যকর নয়। তবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সে বিষয়ে নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

◆ অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রদানকে গাইডলাইন এর দূর্বলদিক চিহ্নিত করার একটি সুযোগ হিসেবে এবং তা উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে।

◆ অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন'র সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ থাকবে।

◆ হেল্প লাইন বা বিভিন্ন পাবলিক প্লেস বা কর্মক্ষেত্রে অভিযোগ বক্সের মাধ্যমে জনগণ তাদের মতামত বা অভিযোগ জানাতে পারবে।

১১.০. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও রিভিউ

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন তার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে গাইড লাইন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করবে। আইন প্রয়োগ মূলত: একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হবে যা পর্যালোচনা এবং সমৃদ্ধ করা হবে। গাইড লাইন এর বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নে সক্ষম এমন একজন দক্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে গাইড লাইনটি পরিচালিত হবে।

◆ গাইড লাইন এর ধারা ৭.১ (ক) অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতা নোটিশ প্রদান
◆ ধূমপানমুক্ত স্থান থেকে ছাইদানী অপসারণ করা
◆ আইন বাস্তবায়ন পর্যক্ষেণ করা
◆ কোন ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত স্থান এ ধূমপান না করতে উদ্বুদ্ধ করা

গাইড লাইন এর সফলতা মূলত: পরিমাপ করা যাবে কি পরিমাণ স্থান আইনের চাহিদা পূরণ করেছে।

উক্ত বিভাগ এটি নিশ্চিত করবে যে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা গাইড লাইনটি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত। একটি টিম নিয়মিত মনিটরিং করবে যে, আইনের মূলনীতিসমূহ নিয়মিতভাবে প্রতিদিন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে পালন করছে। এক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভার মাধ্যমে গাইড লাইনটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিশ্চিত করা হবে।

যদি ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ রিভিউ হয় তবে সেক্ষেত্রে উক্ত আইন রিভিউর এর আলোকে গাইড লাইন রিভিউ হবে। গাইড লাইনটি কার্যকর হওয়ার ১ বছর পর রিভিউ হবে এবং গাইড লাইনটি থেকে যথার্থ ও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া না যায় তবে সেক্ষেত্রেও রিভিউ করতে হবে।

১২.০ পরিশিষ্ট

◆ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫
◆ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬
◆ সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯
◆ তামাক নিয়ন্ত্রণে কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৭-২০১০
◆ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত গ্যাটস প্রতিবেদন ২০০৯

আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া

নিশ্চিত হোন যে, "ধূমপানমুক্ত" চিহ্ন সঠিক ভাবে, সবাই দেখতে পায় এমন নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে।

↓

ধূমপায়ীকে "ধূমপানমুক্ত" চিহ্ন প্রদর্শন ও মনোযোগ আকর্ষণ করা, বিনয়ের সাথে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে বলা।

↓

কেউ ধূমপান করলে তা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীর জন্য এবং ধূমপায়ী ভয়ের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা জানানো।

↓

যদি উক্ত ব্যক্তি কর্মী হয় ও ধূমপান চালিয়ে যান।

↓

ব্যাখ্যা করুন যে, ধূমপানমুক্ত পলিসির মূল উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরী। প্রয়োজনে আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

↓

যদি উক্ত ব্যক্তি বাইরের কেউ হয় এবং ধূমপান চালিয়ে যান।

↓

ব্যাখ্যা করুন যে, যদি সে ধূমপান করে তবে কর্মীরা তাকে কোন সহযোগিতা করবে না।

↓

উক্ত ব্যাক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ছেড়ে যেতে বলুন এবং কোথায় ধূমপান করতে পারবে তা জানান

↓

যদি সে স্থান ত্যাগ করতে অসম্মতি জানায় তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিন।
-দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান
-মোবাইল কোর্টকে জানান

↓

সকল ঘটনা ও ফলাফলের রেকর্ড রাখুন

↓

অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হলে পুলিশের সহযোগিতা নিন

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী প্রত্যেকে উপরোক্ত ধূমপানমুক্ত গাইডলাইনটি স্বীকৃতি ও অনুমোদন প্রদান করছি যা আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

পক্ষে

মেয়র
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
রাজশাহী

পক্ষে

সভাপতি
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং
স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
রাজশাহী

Bloomberg Philanthropies